রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ১০, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ চৈত্র, ১৪২৪ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০১৮

নিম্নলিখিত বিলটি ২৭ চৈত্র, ১৪২৪ মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ১৬/২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের সংশোধন**।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।"।

মূল্য : টাকা ৮.০০

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদানীন্তন গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত ১৯৭২ এর মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (৩) এর বিধানে জাতীয় সংসদে মহিলা-সদস্যদের জন্য সংবিধান-প্রবর্তন হতে ১০ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ১৫ (পনের) টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

২। ১৯৭৮ সালে Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর Second Schedule এর মাধ্যমে মহিলা-সদস্যদের জন্য সংবিধান-প্রবর্তন হতে ১৫ (পনের) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

৩। সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৮ নং আইন) দ্বারা মহিলা-সদস্যদের জন্য উক্ত আইন প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ১০ (দশ) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

৪। সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা মহিলা-সদস্যদের জন্য উক্ত আইন প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ১০ (দশ) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টি আসন সংরক্ষণ করা হয় এবং সেই সাথে উক্ত মহিলা-সদস্যগণ আইনানুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন মর্মে বিধান প্রবর্তন করা হয়।

৫। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) হতে ৫০ (পঞ্চাশ) এ উন্নীত করা হয়।

৬। সংরক্ষিত মহিলা আসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকার কারণে সমাজের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (৩) এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী বর্তমানে সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১০ (দশ) বছর মেয়াদ ২৮ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে শেষ হবে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত থাকবে না। সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ সংরক্ষিত আসনের মহিলা-সদস্যদেরকে নিয়ে গঠন করতে হলে দশম সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় সংবিধানের এ সংক্রান্ত বিধান সংশোধন করা আবশ্যক।

৭। জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ আইন প্রণয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের প্রস্তাবিত সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ২৫ (পঁচিশ) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ৫০ (পঞ্চাশ) টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিধান করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (৩) সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত এ বিধান সত্ত্বেও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (২) এর অধীন পূর্বের ন্যায় যে কোন আসনে কোন মহিলা প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ অক্ষুণ্ন থাকবে।

৯। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, 'সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮' শীর্ষক বিল মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

আনিসুল হক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

বা. জা. স. বিল নং ১৬/২০১৮

A Bill further to amend article 65 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh

WHEREAS it is expedient and necessary further to amend article 65 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh for the purposes hereinafter of appearing;

It is hereby enacted as follows :—

1. **Short Title and Commencement**.—(1) This Act may be called the Constitution (Seventeenth Amendment) Act, 2018.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of article 65 of the Constitution**.—In the Constitution in article 65 for clause (3), the following clause (3) shall be substituted, namely :—

"(3) Until the dissolution of Parliament occurring next after the expiration of the period of twenty five years beginning from the date of the first meeting of the Parliament next after the Parliament in existence at the time of the commencement of the Constitution (Seventeenth Amendment) Act, 2018, there shall be reserved fifty seats exclusively for women members and they will be elected by the aforesaid members in accordance with law on the basis of procedure of proportional representation in the Parliament through single transferable vote :

Provided that nothing in this clause shall be deemed to prevent a woman from being elected to any of the seats provided for in clause (2) of this article.".

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইন প্রণয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদানীন্তন গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত ১৯৭২ এর মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (৩) এর বিধানে জাতীয় সংসদে মহিলা-সদস্যদের জন্য সংবিধান-প্রবর্তন হতে ১০ বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ১৫ (পনের) টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

২। ১৯৭৮ সালে Second Proclamation (Fifteenth Amendment) Order, 1978 (Second Proclamation Order No. IV of 1978) এর Second Schedule এর মাধ্যমে মহিলা-সদস্যদের জন্য সংবিধান-প্রবর্তন হতে ১৫ (পনের) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

৩। সংবিধান (দশম সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৮ নং আইন) দ্বারা মহিলা-সদস্যদের জন্য উক্ত আইন প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ১০ (দশ) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ৩০ (ত্রিশ) টি আসন সংরক্ষণ করা হয়।

৪। সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধন) আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা মহিলা-সদস্যদের জন্য উক্ত আইন প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ১০ (দশ) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) টি আসন সংরক্ষণ করা হয় এবং সেই সাথে উক্ত মহিলা-সদস্যগণ আইনানুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন মর্মে বিধান প্রবর্তন করা হয়।

৫। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) হতে ৫০ (পঞ্চাশ) এ উন্নীত করা হয়।

৬। সংরক্ষিত মহিলা আসনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকার কারণে সমাজের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (৩) এর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী বর্তমানে সংরক্ষিত মহিলা আসনের ১০ (দশ) বছর মেয়াদ ২৮ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে শেষ হবে। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হলে উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কোন আসন সংরক্ষিত থাকবে না। সংরক্ষিত আসনের প্রয়োজনীয়তা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। একাদশ জাতীয় সংসদ সংরক্ষিত আসনের মহিলা-সদস্যদেরকে নিয়ে গঠন করতে হলে দশম সংসদ বহাল থাকা অবস্থায় সংবিধানের এ সংক্রান্ত বিধান সংশোধন করা আবশ্যক।

৭। জাতীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ আইন প্রণয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে শুরু করে ২৫ (পঁচিশ) বছর সময় অতিবাহিত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে সংসদ ভেংগে না যাওয়া পর্যন্ত ৫০ (পঞ্চাশ) টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিধান করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (৩) সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত এ বিধান সত্ত্বেও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (২) এর অধীন পূর্বের ন্যায় যে কোন আসনে কোন মহিলার প্রত্যক্ষ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ অক্ষুণ্ন থাকবে।

৯। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, 'সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮' শীর্ষক বিল মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

আনিসুল হক
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd